সংবাদ

তারিখ ... 28 OCT 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৬

সাড়ে সাতশ প্রভাষক ও সহকারী অধ্যাপকের পদোন্নতি হচ্ছে

রাকিব উদ্দিন

প্রায় দুই বছর বন্ধ থাকার পর শিক্ষা ক্যাডারে প্রভাষক থেকে সহকারী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপক থেকে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পেতে যাচ্ছেন প্রায় সাড়ে সাতশ শিক্ষক। তবে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) পর্যাপ্ত প্রস্তুতি না থাকার কারণে আরও চার-পাঁচ'শ শিক্ষক পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত থাকছেন, যাদের ডাটাবেইজ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরি করা হয়নি। বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটির (ডিপিসি) সভার আয়োজন করা হয়েছে আগামীকাল। প্রভাষক ও সহকারী অধ্যাপকদের পদোন্নতি দেয়ার লক্ষ্যে এই সভা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। উচ্চ আদালতের নির্দেশনার কারণে ৩০ অক্টোবরের মধ্যে পদোন্নতি প্রদানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সংবাদকে বলেন, 'যোগ্যতার ভিত্তিতে সব শিক্ষককেই পদোন্নতি দেয়া হবে। কাউকে পদোন্নতি বঞ্চিত রাখা হবে না।'

ইতোমধ্যে অধ্যাপক পদে মোট ৫৮৭ জন শিক্ষক পদোন্নতি পেয়েছেন। এর মধ্যে গত ২৯ সেপ্টেম্বর ৩৮৫ জন এবং গত ২৩ অক্টোবর সহযোগী অধ্যাপক থেকে অধ্যাপক পদে ২০২ জন সরকারি কলেজের পদোন্নতি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

পদোন্নতি : হচ্ছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষক পদোন্নতি পেয়েছেন। এ ব্যাপারে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির সেমিনার সচিব আবদুল কুদ্দুস শিকদার সংবাদকে বলেন, 'ব্যাচভিত্তিক পদোন্নতি না হওয়ার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই জুনিয়র কর্মকর্তার অধীনে সিনিয়র কর্মকর্তাকে চাকরি করতে হচ্ছে। আবার একই ব্যাচের শিক্ষকদের কেউ প্রভাষক, কেউ সহকারী অধ্যাপক, আবার কেউ কেউ সহযোগী অধ্যাপকও হয়েছেন। এসব কারণে শিক্ষা ক্যাডারে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।' তিনি জানান, 'প্রশাসনসহ সব ক্যাডারেই ব্যাচভিত্তিক পদোন্নতি চালু রয়েছে। একমাত্র শিক্ষা ক্যাডারে তা নেই।'

জানা গেছে, এবার প্রভাষক থেকে সহকারী অধ্যাপক পদে তিন শতাধিক এবং সহকারী অধ্যাপক থেকে সহযোগী অধ্যাপক পদে সাড়ে চার'শ শিক্ষক পদোন্নতি পেতে পারেন। পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাদের পদায়নেরও প্রস্তুতি নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

সরকারি কলেজের শিক্ষকরা (শিক্ষা ক্যাডারভুক্ত) জানান, ব্যাচভিত্তিক পদোন্নতির নিয়ম না থাকায় তাদের পদোন্নতির জন্য একই পদে ১২ থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত চাকরি করতে হয়। শিক্ষা ক্যাডারে বিষয়ভিত্তিক (সাবজেক্ট অনুযায়ী) শূন্য পদ অনুযায়ী পদোন্নতির নিয়ম রয়েছে।

সব স্তরের বঞ্চিত শিক্ষকের পদোন্নতি নিশ্চিত করতে বিসিএস শিক্ষা সমিতির সভাপতি প্রফেসর আইকে সেলিম উল্লাহ খন্দকার, মহাসচিব শাহেদুল খবীর চৌধুরীসহ অন্য নেতারা গতকাল মাউশি'র মহাপরিচালক প্রফোসর ড. এসএম ওয়াহিদুজ্জামানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

এ সময় মাউশি মহাপরিচালক বলেন, 'পদোন্নতিতে কোন অনিয়ম কিংবা কেউ বঞ্চিত হলে- সে সম্পর্কে বিসিএস শিক্ষা সমিতির দাবি অবশ্যই বিবেচনা করা হবে। তবে কারও চাপে কাউকে পদোন্নতি দেয়া হবে না, আবার কারও দাবি অনুযায়ী কাউকে পদোন্নতি থেকে বঞ্চিতও রাখা হবে না।'

এ ব্যাপারে বিসিএস শিক্ষা সমিতির সভাপতি প্রফেসর আইকে সেলিম উল্লাহ খন্দকার ও মহাসচিব শাহেদুল খবীর চৌধুরী সংবাদকে বলেন, 'মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা সচিব শিক্ষকদের পদোন্নতি দেয়ার ক্ষেত্রে খুবই উদারতার পরিচয় দিচ্ছেন। তারা সবাইকে পদোন্নতি দিতে চাচ্ছেন। এজন্য তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু মাউশি'র কাছে সব শিক্ষকের পদোন্নতি বিষয়ে আনুষঙ্গিক কাগজপত্র নেই। এটা দুঃখজনক। মাউশি'র গাফিলতির কারণে কেউ পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে না।'

শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করে জানা গেছে, ২৪তম বিসিএসে এক সঙ্গে নিয়োগ পেলেও এই স্তরের শিক্ষকদের মধ্যে কেউ প্রভাষক, কেউ কেউ সহকারী অধ্যাপক, আবার কেউ কেউ সহযোগী অধ্যাপক হয়েছেন। ২৪তম বিসিএসে শিক্ষা ক্যাডারের প্রায় আড়াই হাজার সদস্য আছেন। ১৬তম বিসিএসেও একই অবস্থা। এই বিসিএসে কেউ সহকারী অধ্যাপক, কেউ সহযোগী অধ্যাপক এবং কেউ কেউ অধ্যাপকও হয়েছেন।

মাউশির তথ্যানুযায়ী, বর্তমানে সারা দেশে সরকারি কলেজ রয়েছে ৩৩৫টি, যার মধ্যে কমপক্ষে ৪৫টি কলেজ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন এই সরকারের আমলে জাতীয়করণ করা হয়েছে। সরকারি কলেজসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা ক্যাডারের শিক্ষকের পদ রয়েছে ১৫ হাজার ১১২টি। এর মধ্যে প্রায় তিন হাজার পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য রয়েছে। শূন্য পদের প্রায় সবগুলোই উপজেলা ও মফস্বল এলাকার কলেজের।

এ ব্যাপারে অধ্যাপক সেলিম উল্লাহ খন্দকার বলেন, 'এনাম কমিটির সুপারিশ অনুসারে শিক্ষা ক্যাডারে আরও প্রায় সাড়ে ১২ হাজার পদ প্রাপ্য রয়েছে। এসব পদ সৃষ্টির জন্য আমরা দীর্ঘদিন ধরে সরকারের কাছে দাবি জানিয়ে আসছি। কারণ শিক্ষক স্বল্পতার কারণে সরকারি কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।'